Exam -- 03

১।' অত্যাশ্চর্য' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী হবে ?

(ক) অতি+অশ্চর্য
(খ) অতী +আশ্চর্য
(গ) অতিঃ + আশ্চর্য
(ঘ) অতি + আশ্চর্য *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অত্যাশ্চর্য' এর সন্ধি বিচ্ছেদ হলো অতি + আশ্চর্য ।
- সন্ধির সূত্রানুসারে , ই / ঈ + ও/ ঔ = ঔ হয় ।যেমন-
  - বন +ওষধি =বনৌষধি
  - মহা + ঔষধ = মহৌষধ
  - পরম + ঔষধ =পরমৌষধ
  - মহা + ওষধি = মহৌষধি ইত্যাদি ।

২। 'অ + ঊ =ও সূত্রানুযায়ী কোন শব্দ গঠিত ?

(ক) রীলোৎপল
(খ) মহোৎসব
(গ) ফলোদয়
(ঘ) চলোর্মি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সঠিক উত্তর হবে চল + ঊর্মি = চলোর্মি ।
- সন্ধির নিয়মানুসারে , অ / আ + উ/ ঊ = ও হয় ।যেমন-
  - সূর্য +উদয় = সূর্যোদয়
  - নীল + উৎপল= নীলোৎপল
  - মহা + উৎসব = মহোৎসব
  - ফল + উদয় = ফলোদয়
  - নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া ইত্যাদি ।

৩। 'মহেশ' শব্দটি কোন সন্ধির উদাহরণ ?

(ক) বাংলা স্বরসন্ধি
(খ) তৎসম স্বরসন্ধি *
(গ) বিসর্গ সন্ধি
(ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'মহা + ঈশ =মহেশ শব্দটি তৎসম সন্ধির উদাহরণ ।
- সন্ধির সূত্রমতে, অ /আ + ই / ঈ =এ হয় । যেমন –
  - পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু
  - পরম + ঈশ = পরমেশ ইত্যাদি ।
- বাংলা সন্ধি দুপ্রকার । যথা - স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি ।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার । যথা-স্বরসন্ধি ,ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি ।
- বাংলা স্বরসন্ধির উদাহরণ – অ +এ = এ হয় । যেমন-
  - শত +এক = শতেক
  - কত +এক = কতেক ।
- বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ –
  - তিরঃ +ধান = তিরোধান
  - মনঃ+রম = মনোরম ।

- নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ –
    - আ + চর্য =আশ্চর্য
    - গো + পদ =গোষ্পদ ইত্যাদি ।

৪। নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি নয় ?

(ক) পতঞ্জলি
(খ) পরস্পর
(গ) একাদশ
(ঘ) পরিষ্কার *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'পরি +কার =পরিষ্কার হলো বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধির উদাহরণ । এরূপ –
    - উৎ +স্থান = উত্থান
    - সম +কার = সংস্কার
    - উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
    - সম +কৃত = সংস্কৃত ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , পতৎ +অঞ্জলি =পতঞ্জলি , পর +পর =পরস্পর , এক + দশ =একাদশ হলো নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ । এরূপ –
    - আ +চর্য = আশ্চর্য ,
    - গো +পদ =গোষ্পদ ,
    - বৃহৎ +পতি = বৃহস্পতি ইত্যাদি ।

৫। নিচের কোনটি ব্যতিক্রম সন্ধির উদাহরণ ?

(ক) বাগদান
(খ) উদ্যোগ
(গ) দিগ্বিজয়
(ঘ) উল্লাস *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'উৎ +লাস = উল্লাস ' হলো বাকি তিনটি থেকে আলাদা ।
- সন্ধিতে -ত ও দ এর পরে ল থাকলে ত ও দ স্থলে ল উচ্চারিত হয় । যেমন-
    - উৎ +লেখ =উল্লেখ
    - উৎ + লিখিত = উল্লিখিত
- অন্যদিকে , সন্ধিতে ক/চ/ট/ত/প + স্বর = গ/জ/ড ড়/দ/ব হয় । যেমন-
    - বাক +দান =বাগদান
    - উৎ +যোগ =উদ্যোগ
    - তৎ + রূপ = তদ্রূপ ইত্যাদি ।

৬। নিচের কোনটি সঠিক নয় ?

(ক) আদি + আন্ত = আদ্যন্ত *
(খ) গতি +অন্তর =গত্যন্তর
(গ) মসী + আধার =মস্যাধার
(ঘ) প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'আদ্যন্ত ' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হবে- আদি + অন্ত ।
- অন্যদিকে , সন্ধির ই / ঈ +অন্যস্বর = য-ফলা হয় । এ নিয়মে বাকি তিনটি সঠিক আছে ।

৭। 'সদানন্দ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কী হবে ?

(ক) সৎ + আনন্দ
(খ) সদ + আনন্দ
(গ) সদা + আনন্দ *
(ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘সদানন্দ ’ এর সন্ধি বিচ্ছেদ হলো = সদা + আনন্দ ।
- সন্ধিতে -অ/আ+অ/আ =আ হয় । যেমন-
    - সদা + আনন্দ =সদানন্দ
    - কারা +আগার = কারাগার
    - হিম + আলয় = হিমালয়
    - হিম +অচল=হিমাচল
    - আশা + অতীত=আশাতীত ইত্যাদি ।

৮। ‘তথৈবচ’ এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী হবে ?

(ক) তথ + ঐবচ
(খ) তথা + ঐবচ
(গ) তথা + এবচ *
(ঘ) তথৈ +বচ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তথৈবচ ’ এর সন্ধি বিচ্ছেদ হলো -তথা + এবচ ।
- সন্ধির নিয়মে অ/আ +এ /ঐ হয় । যেমন-
    - হিত + এষী = হিতৈষী
    - সর্ব + এব =সর্বৈব
    - মহা + ঐক্য =মহৈক্য
    - অতুল + ঐশ্বর্য + অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি ।

৯। নিচের সন্ধির কোন উদাহরণ ব্যতিক্রম ?

(ক) মিথ্যুক
(খ) হিংসুক
(গ) যথোচিত *
(ঘ) নিন্দুক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ’ যথা+উচিত = যথোচিত শব্দটি সন্ধির অ/আ +উ/ঊ =ও নিয়মে গঠিত হয়েছে । এরূপ –
    - সূর্য +উদয় =সূর্যোদয়
    - চল +ঊর্মি = চলোর্মি ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে , সন্ধির আ + উ =উ নিয়মে -
    - মিথ্যা + উক = মিথ্যুক
    - হিংসা + উক = হিংসুক
    - নিন্দা + উক = নিন্দুক গঠিত হয়েছে ।

১০। ‘স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয় ’-এ নিয়মে গঠিত কোন শব্দ ?

(ক) কাঁচাকলা
(খ) নাতবৌ
(গ) ঘোড়াগাড়ি *
(ঘ) সব কটি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনি লুপ্ত হয় । এ নিয়মে গঠিত শব্দ ঘোড়া+গাড়ি = ঘোড়াগাড়ি । এরূপ-
    - কাঁচা + কলা = কাঁচকলা
    - নাতি + বৌ = নাতবৌ ইত্যাদি ।

১১। ‘ই + ই =ঈ’ নিয়মে গঠিত শব্দ নয় কোনটি ?

(ক) শ্রীশ *
(খ) অতীত
(গ) রবীন্দ্র
(ঘ) গিরীন্দ্র

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শ্রীশ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ শ্রী +ঈশ। এরূপ –
  - সতী + ঈশ =সতীশ
  - পৃথ্বী + ঈশ =পৃথ্বীশ।
- অন্যদিকে , ই + ই =ঈ নিয়মে গঠিত –
  - অতি + ইত = অতীত
  - রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র
  - গিরি +ইন্দ্র =গিরীন্দ্র।
- সন্ধির নিয়মানুযায়ী – ই /ঈ +ই / ঈ = ঈ হয়। যেমন –
  - পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা
  - সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র
  - অতি + এব = অতীত
  - সতী + ঈশ=সতীশ

  ইত্যাদি।

১২। 'রাজর্ষি ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী হবে ?

(ক) রাজার +ঋষি
(খ) রাজ + ঋষি
(গ) রাজা + ঋষি *
(ঘ) রাজ্যের + ঋষি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রাজর্ষি এর সন্ধি বিচ্ছেদ হলো - রাজা + ঋষি।
- সন্ধিতে অ/আ +ঋ =অর হয় এবং 'র' রেফ রূপে বসে। যেমন –
  - রাজা +ঋষি = রাজর্ষি
  - দেব + ঋষি =দেবর্ষি
  - মহা + ঋষি = মহর্ষি
  - অধম + ঋণ =অর্ধমর্ণ
  - উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ

  ইত্যাদি।

১৩। 'ভয়ার্ত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী হবে ?

(ক) ভয়া +ঋত
(খ) ভয় + আর্ত
(গ) ভয়+ঋর্ত
(ঘ) ভয় +ঋত *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভয়ার্ত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ হলো - ভয় +ঋত।
- সন্ধিতে -অ+ আ +ঋ =আর হয়। যেমন-
  - শীত + ঋত = শীতার্ত
  - তৃষ্ণা +ঋত = তৃষ্ণার্ত
  - ক্ষুধা +ঋত = ক্ষধার্ত

  ইত্যাদি।

১৪। 'স্বেচ্ছা ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ করুন -

(ক) সে +ইচ্ছা
(খ) সু + ইচ্ছা
(গ) স্বা + ইচ্ছা
(ঘ) স্ব +ইচ্ছা *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'স্বেচ্ছা 'এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হলো – স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা।
- সন্ধিতে অ/আ + ই/ ঈ = এ হয়। যেমন –
  - শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

- যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট
- নর + ঈশ = নরেশ
- মহা + ঈশ = মহেশ ইত্যাদি ।

১৫। 'অভ্যুত্থান ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ করুন-

(ক) অভু +ইত্থান
(খ) অভি + ত্থান
(গ) অভু +উত্থান
(ঘ) অভি + উত্থান *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অভ্যুত্থান এর সন্ধি বিচ্ছেদ হলো =অভি + উত্থান ।
- সন্ধিতে- ই /ঈ +অন্যস্বর = য-ফলা হয় । যেমন –
  - অতি + অধিক = অত্যধিক
  - প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ
  - মসী + আধার =মস্যাধার
  - অতি + আশ্চর্য =অত্যাশ্চর্য ইত্যাদি ।

১৬। নিচের কোনটি সন্ধির নিয়মে সঠিক নয় ?

(ক) পশ্বোচার *
(খ) মন্বন্তর
(গ) স্বল্প
(ঘ) অন্বেষণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'পশ্বোচার' এর শুদ্ধ বানান পশ্বাচার এবং সন্ধি বিচ্ছেদ পশু +আচার =পশ্বাচার ।
- সন্ধিতে উ/ঊ+অন্যস্বর = ব-ফলা হয় । যেমন-
  - পশু + আচার = পশ্বাচার
  - মনু + অন্তর = মন্বন্তর
  - সু + অল্প = স্বল্প
  - অনু + এষণ = অন্বেষণ ইত্যাদি ।

১৭। 'বিপচ্ছায়া ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ করুন-

(ক) বিপৎ +ছায়া
(খ) বিপদ +চ্ছায়া
(গ) বিপৎ + চ্ছায়া
(ঘ) বিপদ + ছায়া *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিপচ্ছায়া ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ হলো = বিপদ + ছায়া ।
- সন্ধিতে – ত/দ+চ/ছ = চ্চ /চ্ছ হয় । যেমন –
  - উৎ + চারণ =উচ্চারণ
  - উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
  - বিপদ + চয় = বিপচ্চয়
  - তৎ + ছবি = তচ্ছবি ইত্যাদি ।

১৮। বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি কোনটি ?

(ক) তস্কর
(খ) ষোড়শ
(গ) পরিষ্কার *
(ঘ) পরস্পর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পরিষ্কার =পরি + কার হলো বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি । এরূপ –
  - উৎ + স্থান = উত্থান

- সম+কার = সংস্কার
- উৎ+স্থাপন = উত্থাপন
- সম + কৃত= সংস্কৃত ইত্যাদি ।

➢ অন্যদিকে , তৎ +কর =তস্কর , ষট + দশ = ষোড়শ ও পর+পর = পরস্পর হলো নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি ইত্যাদি ।এরূপ –

- আ +চর্য = আশ্চর্য
- গো + পদ= গোষ্পদ
- বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি
- মনস+ঈষা =মনীষা ইত্যাদি ।

১৯। নিচের কোনটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ নয় ?

(ক) বাচস্পতি
(খ) ভাস্কর
(গ) পুনরুক্ত *
(ঘ) অহরহ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

➢ পুনরুক্ত =পুনঃ +উক্ত হলো বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ নয় ।

➢ বিসর্গ যুক্ত সন্ধিতে অনেক সময় 'র' হয় । যেমন-

- পুনঃ + উক্ত =পুনরুক্ত
- অন্তঃ + ধান= অন্তর্ধান
- পুনঃ +আয় = পুনরায় ইত্যাদি ।

➢ অন্যদিকে , বাচঃ+পতি = বাচস্পতি , ভাঃ+কর =ভাস্কর , অহঃ + অহ =অহরহ হলো বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ ।

২০। নিচের কোনটি সঠিক সন্ধিজাত শব্দ নয় ?

(ক) প্রাতঃকাল
(খ) মনঃকষ্ট
(গ) মনঃকামনা *
(ঘ) শিরঃপীড়া

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

➢ 'মনঃ+কামনা ' শব্দটি ভুল ।এর সঠিক সন্ধিজাত শব্দ মনঃ+কামনা =মনস্কামনা । এরূপ –

- নমঃ+কার = নমস্কার
- পদঃ+খলন=পদস্খলন ইত্যাদি ।

➢ অন্যদিকে , কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় না । যেমন –

- প্রাতঃ+কাল =প্রাতঃকাল
- মনঃ+কষ্ট =মনঃকষ্ট
- শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া ইত্যাদি ।

২১। Which one of the following is correct ?

(ক) Every English sentence should have a verb
(খ) Every English sentence has a verb
(গ) Every sentence has a verb
(ঘ) Every English sentence must have a verb *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Verb হলো এমন একটি শব্দ যা কোন কিছু হওয়া, থাকা বা করা বোঝায় । মনে রাখতে হবে কোন sentence এ verb থাকা বাধ্যতামূলক । '' Verb '' হচ্ছে একটি sentence এর essential part.
- অপশন (ক)বাক্যটির অর্থ ''প্রত্যেক ইংরেজি বাক্যের একটি verb থাকা উচিত যা উপরের শর্ত অনুসরণ করে না ।
- অপশন (খ) বাক্যটির অর্থ ''প্রত্যেক ইংরেজি বাক্যের একটি verb আছে,'' যা উপরের শর্ত অনুসরণ করে না ।
- অপশন (গ) বাক্যটির অর্থ ''প্রত্যেক বাক্যের একটি verb আছে,'' যা উপরের শর্ত অনুসরণ করে না ।
- অপশন (ঘ) বাক্যটির অর্থ ''প্রত্যেক ইংরেজি বাক্যের একটি verb থাকা বাধ্যতামূলক'', যা উপরের শর্ত অনুসরণ করে ।
- তাই অপশন (ঘ) -ই সঠিক উত্তর ।

২২। The work will double your income. Here `double' is -

(ক) adverb
(খ) verb *
(গ) noun
(ঘ) adjective

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ ''কাজটি তোমার উপার্জন দ্বিগুণ করবে । ''double'' শব্দটি verb , adverb ও adjective হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।
- Adjective হিসেবে ''double'' অর্থ দ্বিগুণ ।
- Adverb হিসেবে ''double'' অর্থ দুইবারে , কপটভাবে ।
- Verb হিসেবে ''double'' অর্থ দ্বিগুণ করা ।
- প্রদত্ত বাক্যে ``The work'' subject ,``will'' modal auxiliary verb , ``double'' মূল verb এবং ``your income''বাক্যের object হিসেবে কাজ করছে । তাই অপশন (খ) -ই সঠিক উত্তর ।

২৩। ``Try to better your condition''. Identify the verb in the sentence .

(ক) Try
(খ) condition
(গ)better
(ঘ) both (a) and (c) *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ ''তোমার অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করো ''. বাক্যটি imperative .
- Imperative sentence ``verb'' দিয়ে শুরু হয় । তাই নিঃসন্দেহে ''try'' এখানে verb যার অর্থ চেষ্টা করা ।
- ``Condition '' অর্থ অবস্থা , পরিস্থিতি। ''Condition'' শব্দটি noun. ``Your condition'' বাক্যের object হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ।
- ''Better'' শব্দের অর্থ অধিকতর ভাল । তবে প্রদত্ত বাক্যে উন্নত করা অর্থে ``better'' শব্দটি verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । '' To''এরপর verb এর base form বসে ।তাই better এখানে present form এ আছে । প্রদত্ত বাক্যে ``your condition'' ``better '' verb এর object হিসেবে কাজ করছে ।
- অপশন (ক) try এবং অপশন (গ) better উভয়ই verb হওয়ায় অপশন (ঘ) -ই সঠিক উত্তর ।

২৪। All that glitters is not gold. Here the word ``glitters'' is -

(ক) noun
(খ) verb *
(গ) adjective
(ঘ) plural noun

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ ''চকচক করলেই সোনা হয় না ''.
- বাক্যটি গঠনগত দিক থেকে complex sentence . অর্থাৎ এই sentence-এর দুটি subject এবং দুটি finite verb থাকবে ।
- প্রদত্ত বাক্যে ``all ও that'' pronoun দুটি বাক্যের আলাদা আলাদা দুটি subject .
- ``Gold'' অর্থ সোনা যা একটি material noun .
- বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে , glitters যদি plural noun হতো তাহলে বাক্যে singular verb হিসেবে ``is'' হতো না ।
- প্রদত্ত বাক্যে ``all ও that'' pronoun দুটি বাক্যের subject ``gold'' হল noun,``is'' হল দুটি finite verb এর একটি । তাই অবশিষ্ট আর একটি finite verb অবশ্যই glitters.
- অতএব , অপশন (খ)-ই সঠিক উত্তর ।

২৫। ``Water'' is an example of-

(ক) preposition
(খ) adjective
(গ) verb *
(ঘ) conjunction

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ``Water'' preposition হতে পারে না । Preposition এর কাজ হল noun বা pronoun এর সাথে Preposition এর

পূর্বে বসা অন্য শব্দের সম্পর্ক তৈরি করা ।

- ''Water'' conjunction হতে পারে না । conjunction মূলত একাধিক sentence , clause, words ইত্যাদি যুক্ত করে ।
- Water শব্দটি noun ও verb উভয়ই হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।
- Noun হিসেবে water শব্দের অর্থ হল পানি , জল , সলিল । nounহিসেবে water এর উদাহরণ -Give me a glass of water .
- Verb হিসেবে water শব্দের অর্থ পানি দেওয়া ,জলসেচন করা ।Verb হিসেবে water এর উদাহরণ- Water the plants (চারাগাছে পানি সেচ দাও)
- ``Water'' শব্দের adjective form ``watery '' যার অর্থ জলযুক্ত , পানিপূর্ণ , স্বাদহীন ।
- তাই অপশন (গ) -ই সঠিক উত্তর ।

২৬। Which one is used both as auxiliary and principal verb ?

(ক) can
(খ) would
(গ) might
(ঘ) are *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Shall, should , will, would ,can ,could , may , might ইত্যাদি । এগুলো হল মূলত Modal auxiliary verb . এগুলো একাকি সমাপিকা ক্রিয়া (finite verb) হিসেবে ব্যবহৃত হয় না । মূলত এগুলোর পর একটি মূল verb বসে যৌথভাবে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত হয় ।
- Be (am , is ,are , was ,were) , have (have , has , had), do (do , does , did) এগুলো auxiliary verb এবং principal verb উভয় হিসেবেই ব্যবহৃত হয় ।
- Auxiliary verb হিসেবে ``are'' এর উদাহরণ -You are making a noise.
- Main verb / Principal verb হিসেবে ``are'' এর উদাহরণ- You are a student .
- তাই অপশন (ঘ) -ই সঠিক উত্তর ।

২৭। Which sentence contains transitive verb ?

(ক) The baby is sleeping
(খ) He writes a letter *
(গ) Fire burns
(ঘ) My family moved to another city

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসকল verb-এর object(কর্ম) থাকে সেসকল verb কে transitive verb বলে । যেমন- She loves her mother . এই বাক্যে ``her mother'' verb ``loves'' এর

object হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । তাই ``Love'' verb-টি transitive verb.

- উপরের শর্ত অনুয়ায়ী অপশন (খ) তে ''letter'' শব্দটি verb ''write'' এর object হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । তাই ''write''-টি transitive verb.
- বাকি অপশনগুলোতে থাকা বাক্যতে verb হিসেবে যথাক্রমে sleep , burn ও move শব্দগুলোর কোনো object (কর্ম) নেই । তাই এগুলোকে transitive verb বলে না ।
- অতএব , অপশন (খ)-ই সঠিক উত্তর ।

২৮। Which of the following sentence contains Factitive verb ?

(ক) My mother loves me.
(খ) He went to market
(গ) They made Bijoy the captain *
(ঘ) Bijoy sent a letter

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো transitive verb এর object থাকা সত্ত্বেও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে অতিরিক্ত word এর প্রয়োজন হয় , তাকে Factitive verb বলে ।যেমন- The people of this town elected him Mayor.
- অপশন (ক) -তে verb ``love'' এর object হিসেবে me ব্যবহৃত হয়েছে ।এই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে অতিরিক্ত word এর প্রয়োজন নেই ।বাক্যের অর্থ মা আমাকে ভালবাসে ।
- অপশন (খ)-তে বাক্যটির অর্থ - সে বাজারে গিয়েছিল। এই বাক্যে '' go'' verb -এর কোন object নেই । তাই এটি transitive verb.
- অপশন (ঘ) বাক্যের অর্থ ''বিজয় চিঠি পাঠাল'' এই বাক্যের verb ``sent'' object হিসেবে a letter গ্রহণ করেছে । তাই ``sent'' verb টি transitive verb.
- অপশন (গ) বাক্যের অর্থ ''তারা বিজয়কে ক্যাপ্টেন করল '' এখানে verb ``made '' এর object হিসেবে object ``Bijoy''।বাক্য থেকে ``captain'' শব্দটি সরিয়ে রিলে বাক্যটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না । এই বাক্যে object এরপর অতিরিক্ত word হিসেবে captain থাকায় বাক্যটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে । তাই এখানে ''made'' Factitive verb.
- তাই অপশন (গ) -ই সঠিক উত্তর ।

২৯। He ran a race . Here ``ran'' is -

(ক) causative
(খ) cognate *

(গ) copulative
(ঘ) factitive

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে সকল Intransitive verb (run , sleep, dream ইত্যাদি) তার সমজাতীয়/সমরূপ noun কে object হিসেবে গ্রহণ করে transitive verb এর মত কাজ করে ঐ সকল verb কে Cognate verb বলে । আর noun হিসেবে গৃহীত object-কে cognate object (সমধাতুজ কর্ম) বলে । যেমন- Bijoy slept a sound sleep.
- প্রদত্ত বাক্যে object হিসেবে ব্যবহৃত ``race'' noun টি সমজাতীয় verb ``run'' থেকে উদ্ধৃত। তাই ``ran'' এখানে cognate verb.
- অতএব , অপশন (খ) -ই সঠিক উত্তর ।

৩০। Mother feeds the baby. Here ``Feed'' is a -

(ক) Transitive
(খ) Intransitive
(গ) Factitive
(ঘ) Causative *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে verb এর মাধ্যমে subject নিজে কাজটি না করে object -কে দিয়ে কাজটি করায় সে verb কে Causative verb বলে । যেমন- My mother made me take the medicine.
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ ''মা শিশুকে খাওয়ায় ''। এখানে খাওয়া কাজটি শিশু করছে আর মা শিশুকে দিয়ে করাচ্ছে । তাই ''Feed'' একটি Causative verb.
- অতএব ,অপশন (ঘ) -ই সঠিক উত্তর ।

৩১। I do not want to ---my peace of mind .

(ক) loose
(খ) lose *
(গ) lost
(ঘ) loss

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Loose অর্থ ঢিলা , আলগা । Loose শব্দটি adjective .
- Loss অর্থ ক্ষতি । loss শব্দটি noun.
- ''Lost '' অর্থ হারানো । ``Lost'' শব্দটি Lose এর Past participle যা adjective হিসেবেও ব্যবহৃত হয় ।
- ``Lose'' অর্থ হারানো , ক্ষতি হওয়া । এটি verb -এর base form-এ আছে ।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ হবে এরকম যে ,''আমি আমার মনের শান্তি হারাতে চাই না ।'' শূন্যস্থানে হারানো অর্থে একটি verb বসলে বাক্যটির অর্থ সম্পূর্ণ হবে ।শূন্যস্থানের পূর্বে to থাকায় verb এর base form হবে ।

- তাই অপশন (খ) -ই সঠিক উত্তর ।

৩২। How did you make the machine --- ?

(ক) to work
(খ) for working
(গ) worked
(ঘ) work *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো বাক্যের মূল verb হিসেবে make, let ,help + object থাকলে তারপর কোন verb আসলে পরের এই verb টি bare infinitive হয় । অর্থাৎ verb এর আগে to উহ্য থাকে । যেমন- Let him choose between the two.
- প্রদত্ত বাক্যে verb হিসেবে make ব্যবহৃত হয়েছে এবং object ``the machine'' রয়েছে । তাই এরপর কোনো verb বসলে তা অবশ্যই bare infinitive হবে ।
- অতএব ,অপশন (ঘ) -ই সঠিক উত্তর ।

৩৩। We better----- the schedule of the exam .

(ক) to check
(খ) check *
(গ) checking
(ঘ) checked

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ হবে '' আমাদের বরং পরীক্ষার তালিকা তদারকি করাই ভাল '' ।
- ''Better '' শব্দটি উন্নত করা , ভাল করা অর্থে verb হিসেবে ব্যবহৃত হয় । তবে এই বাক্যে ``better '' verb হিসেবে নয় বরং modal verb ``had better'' এর পরিবর্তে বরং ভালো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । Modal verb এরপর bare infinitive (to উহ্য থাকে) বসে । তাই প্রদত্ত বাক্যের শূন্যস্থানে bare infinitive অর্থাৎ check বসবে ।
- তাই অপশন (খ) -ই সঠিক উত্তর ।

৩৪। Choose the correct sentence .

(ক) Did they write books? *
(খ) Did they wrote books?
(গ) Did they writing books?
(ঘ) Did they have written books?

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Past Indefinite tense -এর structure হলো Subject + verb এর past form + object
- Past indefinite tense এর কোনো Assertive sentence -কে Interrogative sentence -এ রুপান্তরের নিয়ম হল - Did+subject+উক্ত verbএর present form + বাকী অংশ + ?

- কেবল অপশন (ক) বাক্যটিতে উপরের নিয়মের সঠিক প্রয়োগ হয়েছে । তাই অপশন (ক) -ই সঠিক উত্তর ।

৩৫। Many scientists are still hoping -----life on another planet .

(ক) to have found
(খ) to find *
(গ) to have been found
(ঘ) finding

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো বাক্যে desire , hope, wish , expect, want ,decide ,tend, intent , refuse থাকলে তারপরে যদি অন্য কোনো verb ব্যবহৃত হয় তাহলে পরবর্তী verb-টি সাধারণত infinitive (to +verb)হয় ।
- প্রদত্ত বাক্যে Verbহিসেবে hope ব্যবহৃত হওয়ায় পরের verb-টি infinitive হবে ।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ হবে অনেক বিজ্ঞানী এখনো অন্য গ্রহে জীবের অস্তিত্ব পাওয়ার আশা করছে ।
- তাই,অপশন (খ) -ই সঠিক উত্তর ।

৩৬। A swimming snake bit him in the leg. Here ``Swimming'' is -

(ক) verbal noun
(খ) gerund
(গ) participle *
(ঘ) infinitive

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Verb এর সাথে ing যুক্ত কোন শব্দ যদি noun এর পূর্বে বা পরে বসে adjective এর ন্যায় দোষ, গুণ , অবস্থা প্রকাশ করে তাহলে তাকে Present participle বলে । যেমন- । saw a flying bird.
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ ''একটি সাঁতাররত সাপ তার পায়ে কামড় দিল।'' সাঁতাররত অর্থে ``Swimming '' শব্দটি Sanke (সাপ) -এর অবস্থা প্রকাশ করছে । তাই এটি Present participle এর উদাহরণ ।
- তাই অপশন (গ) -ই সঠিক উত্তর ।

৩৭। This is a walking street . Here ``Walking '' is -

(ক) gerund *
(খ) participle
(গ) infinitive
(ঘ) verbal noun

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- Verb এর সাথে ing যুক্ত কোন শব্দটি কোন noun এর পূর্বে বসে adjective এর ন্যায় কাজ না করে বরং compound noun এর ন্যায় কাজ করে তাহলে তাকে Gerund বলে ।
- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ ''এটা একটা হাঁটার রাস্তা '' । খেয়াল করুন রাস্তা কিন্তু নিজে হাঁটে না বরং রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটা

হয় । তাই '' Walking'' শব্দটি adjective এর ন্যায় street (রাস্তা) এর অবস্থা প্রকাশ করছে না ।

- তাই অপশন (ক) -ই সঠিক উত্তর ।

৩৮। He has no objection to walking . Here ``Walking '' is -

(ক) Past participle
(খ) Participle
(গ) Gerund *
(ঘ) Infinitive

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ ''তার হাঁটাতে কোন আপত্তি নেই ।''
- Verb এর সাথে ing যুক্ত কোন শব্দ preposition এর পূর্বে বসে object হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাকে Gerund বলে ।
- প্রদত্ত বাক্যে ``walking '' শব্দটি preposition `` to '' এর object হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । তাই ``walking '' এখানে Gerund .
- অতএব,অপশন (গ) -ই সঠিক উত্তর ।

৩৯। The old man can not help ---- a cup of tea .

(ক) take
(খ) drink
(গ) taking *
(ঘ) for taking

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাক্যে Can not but থাকলে তারপর verb -এর base form বসে । যেমন - I can not but talking to him.
- বাক্যে can not help থাকলে verb এর সাথে ing যুক্ত হয় । যেমন – I can not help talking to him .
- তাই শূন্যস্থানে অপশন (গ) taking বসালে বাক্যটি ব্যাকরণগত দিক থেকে সঠিক হবে । তখন বাক্যের অর্থ হবে ''বৃদ্ধ লোকটি এক কাপ চা না খেয়ে পারল না ।''
- অতএব,অপশন (গ) -ই সঠিক উত্তর ।

৪০। Education is enlightening . Here ``enlightening'' is -

(ক) gerund
(খ) finite verb
(গ) infinitive
(ঘ) participle *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রদত্ত বাক্যটির অর্থ ''শিক্ষা জ্ঞানময় ।''
- Verb এর সাথে ing যুক্ত কোনো শব্দ যদি complement of subject হিসেবে adjective এর ন্যায় ঐ subject এর দোষ , গুণ , অবস্থা প্রকাশ করে , তবে তাকে participle বলে ।
- প্রদত্ত বাক্যে verb + ing যুক্ত শব্দ``enlightening'' বাক্যের subject ``education'' এর গুণ

প্রকাশ করছে । তাই enlightening এখানে participle.

- অতএব ,অপশন (ঘ) -ই সঠিক উত্তর ।

৪১। অখণ্ড বাংলা আন্দোলনের নের্তৃত্ব দেন কে?

(ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(খ) এ কে ফজলুল হক
(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*
(ঘ) খাজা নাজিমউদ্দিন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখাঃ

- অখণ্ড বাংলা আন্দোলনের নের্তৃত্ব দেন **হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।**
- ১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানকে ভাগ করা হয়।
- এর ফলে বাংলা বিভক্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের এবং পশ্চিম বাংলা ভারতের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- দেশভাগের পর পাকিস্তানের রাজধানী হয় করাচি।
- অপরদিকে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল।
- একে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রথম মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন।
- খাজা নাজিমউদ্দিন ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রথম মূখ্যমন্ত্রী।

তথ্যসূত্রঃ পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক

৪২। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন কে?

(ক) খাজা নাজিমুদ্দিন*
(খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(গ) নূরুল আমিন
(ঘ) লিয়াকত আলী খান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে এবং পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী **খাজা নাজিমুদ্দিন** ঘোষণা করেন যে, 'উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'
- এই ঘোষনার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।
- অপরদিকে, ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন।

- নূরুল আমিন ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন।
- লিয়াকত আলী খান ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৪৩। বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম শহীদ কে ছিলেন?

(ক) আব্দুল জব্বার
(খ) রফিক উদ্দিন আহমদ*
(গ) আবুল বরকত
(ঘ) আব্দুস সালাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কতজন শহীদ হয়েছিলেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার, ২১, ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারির গুলি বর্ষনে আহত নিহতদের সম্পর্কে দৈনিক আজাদসহ সে সময়ের সংবাদপত্র, বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গবেষণা থেকে কয়েকজন ভাষা শহীদদের নাম ও পরিচয় জানা যায়।
- ভাষা শহীদদের মধ্যে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম মারা যান **রফিক উদ্দীন আহমদ** এবং সর্বশেষ ৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন আব্দুস সালাম।
- ভাষা শহীদদের সম্পর্কে কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

নাম	**পরিচয়**	**মৃত্যু**
রফিক উদ্দীন আহমদ	* ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ * জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন	২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
আব্দুল জব্বার	* পেশায় দর্জি ছিলেন	২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
আবুল বরকত	* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম. এ ছাত্র ছিলেন	২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
শফিউর রহমান	* হাইকোর্টের কর্মচারী ছিলেন	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
অহিদুজ্জামান ওরফে অহিউল্লাহ	* শিশু শ্রমিক	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
আব্দুস সালাম	* পাকিস্তানের ডাইরেক্টরেট অব ইন্ড্রাস্ট্রিজে পিয়নের	৭ এপ্রিল, ১৯৫২

	চাকরি করতেন	

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৪৪। ঢাকায় নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারের ডিজাইন করেন কে?

(ক) আবুল কালাম শামসুদ্দীন
(খ) বদরুল আলম*
(গ) মাহবুবুর রহমান
(ঘ) হামিদুর রহমান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের সামনে নির্মিত হয় প্রথম শহীদ মিনার।
- এর ডিজাইন করেন ঢাকা মেডিকেলের ছাত্র **বদরুল আলম।**
- শহীদ মিনারে লেখা ছিল 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক' এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি নবনির্মিত শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা জনাব মাহবুবুর রহমান।
- ২৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ এর ভিত্তি উপড়ে ফেলে।
- ২৬ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় বারের মত নির্মিত শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন।
- বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মিত হয় ১৯৬৩ সালে। এটি উদ্বোধন করেন শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৪৫। 'অমর একুশে' ভাস্কর্যটির স্থপতি কে?

(ক) অখিল পাল
(খ) মৃণাল হক
(গ) আসমা জাহান
(ঘ) জাহানারা পারভীন *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাষা আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্য নির্মিত হয়।
- 'অমর একুশে' ভাস্কর্যটির স্থপতি হলেন **জাহানারা পারভীন।**
- ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
জননী ও গর্বিত বর্ণমালা	মৃণাল হক	পরিবাগ, ঢাকা
মোদের গরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্বর
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যাল
বৈশ্বিক ভাষা বৃক্ষ	আসমা জাহান	এশিয়াটিক সোসাইটি

উৎস: বাংলাপিডিয়া।

৪৬। যুক্তফ্রন্টের সভাপতি কে ছিলেন?

(ক) এ. কে ফজলুল হক
(খ) হামিদ খান ভাসানী
(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*
(ঘ) আতাহার আলী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অরাজকতার হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।
- যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক দলগুলো হলো: আওয়ামী মুসলিম লীগ (মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী), কৃষক শ্রমিক পার্টি (এ. কে. ফজলুল হক), গণতন্ত্রী দল (হাজী দানেশ) ও নেজামে ইসলাম (আতাহার আলী) ।
- যুক্তফ্রন্টের সভাপতি হন **হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।**
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা।
- যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক

উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৪৭। নিচের কোন ব্যক্তি তমদ্দুন মজলিসের সাথে যুক্ত ছিলেন না?

(ক) আব্দুল মতিন
(খ) কাজী গোলাম মাহবুব
(গ) আব্দুল মতিন*
(ঘ) আবুল মনসুল আহমদ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়।
- এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" প্রকাশিত হয়।
- এই পুস্তিকাটিতে কাজী মোতাহের হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং আবুল কাশেম এই তিনজন লেখকের তিনটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা।
- অপরদিকে, **আব্দুল মতিন ছিলেন** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক।

উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৪৮। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

(ক) ১২ জন
(খ) ১৪ জন*
(গ) ১৫ জন
(ঘ) ১৬ জন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রথমে চার সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন।
- পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় **১৪ জন।**
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী। তিনি ছিলেন মন্ত্রীসভার সবচেয়ে কনিষ্ঠ মন্ত্রী।
- এ মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।
- জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, শিল্প ও শ্রম মন্ত্রী ছিলেন আব্দুস সালাম খান এবং কৃষি, বন ও পাটমন্ত্রী ছিলেন ইউসুফ আলী চৌধুরী।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৪৯। ১৯৬৯ সালে গঠিত 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদে' কতটি রাজনৈতিক দল ছিল?

(ক) ১১টি
(খ) ৬টি
(গ) ৮টি*
(ঘ) ৪টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে **৮টি বিরোধীদল** মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা Democratic Action Committee (DAC) গঠন করে।
- দলটি আট দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করলে আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত হয়।
- DAC কর্তৃক ১৭ জানুয়ারি দাবি দিবস পালিত হয়। দাবি দিবসে ছাত্র জনতা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মিছিল বের করলে পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন ও গুলিবর্ষন শুরু হয়।
- এর প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি হরতাল পালিত হয়।

উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৫০। ছয় দফা দাবি উত্থাপনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে কত তারিখে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়?

(ক) ২০ ফেব্রুয়ারি
(খ) ২১ ফেব্রুয়ারি
(গ) ২৩ মার্চ
(ঘ) ৭ জুন*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ছয় দফা দাবি উত্থাপনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের **৭ জুন** দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়।
- ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর

রহমান ঐতিহাসিক 'ছয় দফা কর্মসূচি' পেশ করেন।

- ১৮-২০ মার্চ, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে ৩২টি জনসভায় বক্তব্য দেন।
- এর ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে উঠে।
- আইয়ুব খান এসময় ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের অখন্ডতার জন্য হুমকি বলে আখ্যায়িত করেন।
- ছয় দফার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুকে ১৯৬৬ সালের ৯ মে গ্রেফতার করে।
- বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ই জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৫১। ছয় দফার কত নম্বর দফায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?

(ক) ২ নং
(খ) ৩ নং
(গ) ৪ নং
(ঘ) ৫ নং*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ছয় দফার **৫ নম্বর দফায়** বৈদেশিক মুদ্রা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- ছয় দফার আলোচ্য দাবি গুলো হলো:
  * ১ম দফা: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন রূপে গড়ে তুলতে হবে।
  * ২য় দফা: ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
  * ৩য় দফা: দেশের দুই অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি মুদ্রা এবং দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে তবে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অর্থ পাচার না হতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।
  * ৪র্থ দফা: সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।
  * ৫ম দফা: বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
  * ৬ষ্ঠ দফা: নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রদেশগুলোতে সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

উৎস: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৫২। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে বঙ্গবন্ধু নামকরণ করেন-

(ক) পাকিস্তান ষড়যন্ত্র মামলা

(খ) রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য

(গ) ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা*

(ঘ) পাকিস্তান বনাম পূর্ব বাংলা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার।
- এর আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'।
- তবে বঙ্গবন্ধু এর নাম দিয়েছিলেন '**ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা**' ।
- মামলা দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয় ১৮ জানুয়ারী ১৯৬৮ এবং বিচারকার্য শুরু হয় ১৯ জুন।
- ১ নং আসামী ছিলেন বঙ্গবন্ধু, ২ নং আসামী ছিলেন কমান্ডার মোয়াজ্জেম, ১৭ নং আসামী ছিলেন শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক।
- অবশেষে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।

উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৫৩। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ফাস করেন কে?

(ক) আমির হোসেন*

(খ) শওকত আলী

(গ) মোয়াজ্জেম হোসেন

(ঘ) আব্দুস সালাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ফাসকারী হলেন পাকিস্তান ইন্টার ইন্টেলিজেন্সের সদস্য **আমির হোসেন।**
- ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি দায়ের করা এই মামলার আসামি ছিলেন ৩৫ জন।
- কর্নেল শওকত আলী ছিলেন এ মামলার ২৬ নং আসামী।
- তিনি তার লেখা বই "সত্য মামলা আগরতলা' তে এর সত্যতা স্বীকার করে নেন।
- মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন এই মামলার ২ নং আসামী।

- আব্দুস সালাম এই মামলায় বিচারকার্যে বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী ছিলেন।
- এই মামলার ১ নং আসামী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৫৪। আসাদ দিবস পালিত হয় কবে?

(ক) ২০ জানুয়ারি*
(খ) ২০ ফেব্রুয়ারি
(গ) ২৪ ফেব্রুয়ারি
(ঘ) ২৪ জানুয়ারি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আইয়ুব মোনায়েম খানের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ও দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ১৯৬৯ সালে যে গণআন্দোলন গড়ে তোলে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।
- ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র নেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন।
- তার স্মরণে **২০ জানুয়ারি** শহিদ আসাদ দিবস পালিত হয়।
- আসাদ হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ২১ জানুয়ারি হরতাল, ২২ জানুয়ারি শোক মিছিল এবং ২৩ জানুয়ারি মশাল মিছিল বের করে।
- এই মিছিলে কালো পতাকা এবং শহীদ আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে শহরে নগ্নপদে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে।
- ২৪ জানুয়ারি আবারো হরতাল ডাকে ছাত্র সমাজ। এদিন শহরে এবং গোটা দেশব্যাপী মানুষের ঢলে প্লাবিত হয় রাজপথ।
- এদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২৪ জানুয়ারি ছয় দফা দিবস পালিত হয়।

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া।

৫৫। কাকে উৎখাত করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা প্রথম পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন?

(ক) খান আতাউর রহমান
(খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(গ) ফিরোজ খান নুন*
(ঘ) মোহাম্মদ আলী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা প্রধানমন্ত্রী **ফিরোজ খান নুনকে** উৎখাত করে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারি করেন।
- ফিরোজ খান নুন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (১৯৫৭-১৯৫৮) সাল পর্যন্ত এবং তার আগে পূর্ব বাংলার গভর্নর ছিলেন ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত।
- সামরিক বাহিনীর সহায়তায় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক শাসন জারি করেন এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বাতিল,

রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেন।

- তিনি আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন।
- মাত্র ২০ দিনের মাথায় ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন (২য় পত্র) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, মোজাম্মেল হোসেন।

৫৬। মৌলিক গণতন্ত্রে কয় স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল?

(ক) ২ স্তর
(খ) ৩ স্তর
(গ) ৪ স্তর*
(ঘ) ৫ স্তর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর তিনি মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ জারি করেন।
- মৌলিক গণতন্ত্রে **৪ স্তরবিশিষ্ট** স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়।
  ১. ইউনিয়ন কাউন্সিল (সদস্য ৭৬১৬ জন)
  ২. থানা কাউন্সিল (সদস্য ৬৩০ জন)
  ৩. জেলা কাউন্সিল (সদস্য ৭৮ জন)
  ৪. বিভাগীয় কাউন্সিল (সদস্য ১৬ জন)
  - এই স্তরের মধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই কাউন্সিলের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন।
  - ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যগণ যারা মৌলিক গণতন্ত্রী বলে পরিচিত ছিলেন তারা প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করতেন।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন (২য় পত্র) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, মোজাম্মেল হক।

৫৭। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিল -

ক) নৌকা
খ) ছাতা
গ) বটগাছ
ঘ) হারিকেন*

- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের ব্যালট বাক্সে ব্যবহারের জন্য সরকার চূড়ান্তরূপে মোট ২৪টি প্রতীক নির্দিষ্ট করেন।
- নির্বাচনে মুসলিম লীগ **'হারিকেন'** প্রতীক এবং যুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক গ্রহণ করে।

- ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারকে পাঁচ মাইলের বেশি হাঁটতে না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে বুথ প্রতিষ্ঠা করা হয়। গেজেটেড অফিসার, কলেজের প্রফেসর, হাই স্কুল ও মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়।
- কোনো ভোটার যাতে একবারের বেশি ভোট দিতে না পারে সেজন্য ভোটদান কালে তার আঙুলে অমোচনীয় (যা সহজে ওঠেনা) কালির ছাপ দেওয়ার বিধান করা হয়।
- ভোটগ্রহণ ৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত ৫ দিনে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- নির্বাচন কমিশনার ছিলেন মো. আজফার।

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এস এস সি প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৮। মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ কত সালে প্রণয়ন করা হয়?

(ক) ১৯৫৮
(খ) ১৯৫৯*
(গ) ১৯৬১
(ঘ) ১৯৬২

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান "মৌলিক গণতন্ত্র" নামে অদ্ভুত এক পদ্ধতি চালু করেন।
- প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান **১৯৫৯ সালে** মৌলিক গণতন্ত্র নামে নতুন এক গণতন্ত্রের উদ্ভাবন করে।
- এই মৌলিক গণতন্ত্রে ৪ স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল।
- এ অধ্যাদেশবলে পূর্ব পাকিস্তানে ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী (Basic Democrats) সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন।
- ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম এক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হন।
- ১৯৬০ সালে ঐ ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর হ্যাঁ বা না ভোটে আইয়ুব খান পাঁচ বছরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রণীত হলে মৌলিক গণতন্ত্র অকার্যকর হয়।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন (২য় পত্র) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, মোজাম্মেল হক।

৫৯। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আসন সংখ্যা কত ছিল?

(ক) ৩০০টি
(খ) ৩১০টি*
(গ) ৩১৩টি
(ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আসন সংখ্যা ছিল **৩১০টি।**
- ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ক্ষমতায় এসে ১৯৭০ সালের ২৬ মার্চ এক ভাষণে নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।
- অবশেষে ৭ই এবং ১৭ই ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- এই নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

প্রাদেশিক পরিষদ

অঞ্চল	**সাধারণ**	**সংরক্ষিত আসন**	**মোট**
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০	৩১০
পশ্চিম পাকিস্তান	৩০০	১১	৩১১

- প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৯৮টি আসন (সাধারণ ২৮৮ এবং মহিলা আসন ১০টি) ।
- প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসনের ৭০.৪৮% পায় আওয়ামী লীগ।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৬০। সত্তরের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ আসন ছিল কতটি?

(ক) ১৬৭টি
(খ) ১৬৯টি
(গ) ১৬০টি
(ঘ) ১৬২টি*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আসন ছিল ১৬৯টি। এর মধ্যে **সাধারণ আসন ১৬২টি** এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল ৭টি।
- ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৬০টি এবং সংরক্ষিত মহিলা ৭টি আসনসহ মোট আসন পেয়েছিল ১৬৭টি।
- পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে শতকরা ৯৮.৭টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের ৭৫.১১ ভাগ লাভ করে।
- এর ফলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৬১। এক দশকে কোনো শহরের জনসংখ্যা 175000 জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 262500 জন হলো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক শতকরা হার নির্ণয় করুন।

(ক) 4%
(খ) 5 % *
(গ) 6 %
(ঘ) 7%

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

জনসংখ্যা বৃদ্ধি = (262500-175000)জন
=87500 জন

175000 জনে 10 বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় 87500 জন

∴ 1 জনে 1 বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় $=\frac{87500}{175000\times10}$ জন

∴ 100 জনে 1 বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় $=\frac{87500\times100}{175000\times10}$ জন

$=\frac{100}{2\times10}$ জন

= 5 জন

∴ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক শতকরা হার 5 %

৬২। একটি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত ভোটারদের 60 % ভোট পেয়ে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে। তিনি একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা 7500 ভোট বেশি পেয়েছেন। ভোট কেন্দ্রে কতজন ভোটার উপস্থিত ছিল?

(ক)36000 জন
(খ) 36500 জন
(গ) 37000 জন
(ঘ) 37500 জন *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পরাজিত প্রার্থী ভোট পায় = (100 – 60) %
= 40 %

দুই প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান
= (60 -40) %
=20 %

ভোটের ব্যবধান 20 হলে মোট ভোটার
=100 জন

ভোটের ব্যবধান 1 হলে মোট ভোটার
$=\frac{100}{20}$ জন

ভোটের ব্যবধান 7500 হলে মোট ভোটার $=\frac{100\times7500}{20}$ জন
= 37500 জন

∴ ভোটকেন্দ্রে 37500 জন ভোটার উপস্থিত ছিল।

৬৩। জাহিদ ১০%কমিশনে একটি বই ক্রয় করে দোকানীকে ১৮০ টাকা দিল। বইটির প্রকৃত মূল্য কত টাকা?

(ক) ২০০ টাকা *
(খ) ১৫০ টাকা
(গ) ২৫০ টাকা
(ঘ) ৩০০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১০ % কমিশনে ক্রয়মূল্য = (১০০ - ১০)%

= ৯০ %

এখানে , ৯০% = ১৮০ টাকা

∴ ১ % = $\frac{১৮০}{৯০}$ টাকা

∴ ১০০ % = $\frac{১৮০\times১০০}{৯০}$ টাকা

=২০০ টাকা

∴ বইটির প্রকৃত মূল্য ২০০ টাকা

৬৪। কলার দাম ২০ % কমে যাওয়ায় ১২ টাকায় পূর্ব অপেক্ষা ২টি কলা বেশি পাওয়া গেলে বর্তমানে একটি কলার দাম কত টাকা ?

(ক) ২ টাকা
(খ) ১.৫০ টাকা
(গ) ১.২ টাকা *
(ঘ) ২.৫ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১০০ টাকায় কমে ২০ টাকা

১ টাকায় কমে $\frac{২০}{১০০}$ টাকা

∴ ১২ টাকায় কমে $\frac{২০\times১২}{১০০}$ টাকা

= $\frac{১২}{৫}$ টাকা

শর্তমতে ,

২ টি কলার বর্তমান মূল্য = $\frac{১২}{৫}$ টাকা

∴ ১ টি কলার বর্তমান মূল্য = $\frac{১২}{৫\times২}$ টাকা

= ১.২ টাকা

৬৫। কোনো সংখ্যার 60% থেকে 60 বিয়োগ করলে ফলাফল হবে 60 । সংখ্যাটি কত ?

(ক) 150
(খ) 200 *
(গ) 250
(ঘ) 120

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মনেকরি ,সংখ্যাটি X

শর্তমতে , x এর 60% -60 = 60

- $\frac{60x}{100}$ = 60+60
- 60x = 120 ×100
- $x = \frac{120\times100}{60}$
- x =2×100

∴ X = 200

∴ সংখ্যাটি 200

৬৬। কোনো পরীক্ষায় শতকরা ৮৫ জন ইংরেজিতে পাস করেছে । ইংরেজিতে ফেলের মোট সংখ্যা ৭৫ জন হলে, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত ?

(ক) ৪৫০ জন
(খ) ৫৫০ জন
(গ) ৫০০ জন *
(ঘ) ৪০০ জন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ইংরেজিতে শতকরা পাস করে = ৮৫ জন

∴ ইংরেজিতে শতকরা ফেল করে = (১০০ – ৮৫) জন

= ১৫ জন

ফেলের সংখ্যা ১৫ জন হলে পরীক্ষার্থী = ১০০ জন

ফেলের সংখ্যা ১ জন হলে পরীক্ষার্থী = $\frac{১০০}{১৫}$ জন

∴ ফেলের সংখ্যা ৭৫ জন হলে পরীক্ষার্থী = $\frac{১০০\times৭৫}{১৫}$ জন

= ৫০০ জন

∴ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০০ জন

৬৭। ১০০ টাকায় ১০ টি কলম কিনে ১০০ টাকায় ৮ টি কলম বিক্রয় করলে শতকরা লাভ কত হবে ?

(ক) ২০ %

(খ) ২৫ % *

(গ) ৩০ %

(ঘ) ৩৫ %

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১ টি কলমের ক্রয়মূল্য = $\frac{১০০}{১০}$ টাকা

= ১০ টাকা

১ টি কলমের বিক্রয়মূল্য = $\frac{১০০}{৮}$ টাকা

= $\frac{২৫}{২}$ টাকা

∴ লাভের পরিমাণ =($\frac{২৫}{২}$ -১০) টাকা

= $\frac{২৫-২০}{২}$ টাকা

= $\frac{৫}{২}$ টাকা

∴ শতকরা লাভের হার = $\left(\frac{\frac{৫}{২}}{১০}\times ১০০\right)$%

= $\left(\frac{৫}{২০}\times ১০০\right)$ %

= ২৫ %

৬৮। কোনো দ্রব্যের মূল্য 6 % বেড়ে গেলে ঐ দ্রব্যের ব্যবহার কী পরিমাণ কমালে কোনো পরিবারের ঐ দ্রব্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না ?

(ক) 6 %

(খ) 6.66%

(গ) 5.33 %

(ঘ) 5.66 % *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দ্রব্যের মূল্য 6% বৃদ্ধি পাওয়াতে বর্তমান মূল্য = 106 টাকা

106 টাকায় কমাতে হবে = 6 টাকা

1 টাকায় কমাতে হবে = $\frac{6}{106}$ টাকা

∴100 টাকায় কমাতে হবে = $\frac{6\times100}{106}$ টাকা

= 5.66 টাকা

∴ দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে হবে শতকরা 5.66 %

৬৯। যদি 12 সদস্যবিশিষ্ট কোনো কমিটির 9 জন মহিলা হয় , তবে

সদস্যদের মধ্যে শতকরা কত ভাগ পুরুষ ?

(ক) 20 %

(খ) 25 % *

(গ) 30 %

(ঘ) 15 %

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে ,

12 সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে মহিলা = 9 জন

∴ 12 সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে পুরুষ = $(12-9)$ জন

= 3 জন

∴ কমিটিতে শতকরা পুরুষের সংখ্যা

$=\left(\frac{3}{12}\times 100\right)$ %

= 25 %

৭০। আহসানের মাসিক বেতন 10 % বৃদ্ধি পেয়ে 1650 টাকা হলো। আহসানের মাসিক বেতন আগে কত ছিল।

(ক) 1500 টাকা *

(খ) 1400 টাকা

(গ) 1450 টাকা

(ঘ) 1550 টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

10 % বৃদ্ধিতে বর্তমান বেতন

$=(100+10)$ টাকা

= 110 টাকা

বর্তমান বেতন 110 টাকা হলে

আগের বেতন = 100 টাকা

বর্তমান বেতন 1 টাকা হলে আগের বেতন $=\frac{100}{110}$ টাকা

∴ বর্তমান বেতন 1650 টাকা হলে

আগের বেতন $=\frac{100\times 1650}{110}$ টাকা

= 1500 টাকা

∴ আহসানের মাসিক বেতন ছিল 1500 টাকা

৭১। 0.4 কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে ?

(ক) 4%

(খ) 0.4 %

(গ) 20 %

(ঘ) 40 % *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$0.4=\frac{4}{10}=\frac{4\times 10}{10\times 10}=\frac{40}{100}$ = 40 %

৭২। 3 : 5 কে শতকরায় প্রকাশ করলে কোনটি হবে ?

(ক) 30%

(খ) 40 %

(গ) 60 % *

(ঘ) 20 %

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$3:5=\frac{3}{5}=\frac{3\times 20}{5\times 20}=\frac{60}{100}$ =60 %

৭৩। $5\frac{21}{25}$ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কোনটি হবে ?

(ক) 105%

(খ) 584 % *

(গ) 125 %

(ঘ) 143 %

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: $5\frac{21}{25}=\frac{146}{25}$

$=\frac{146\times 4}{25\times 4}=\frac{584}{100}$ = 584 %

৭৪। 200 টাকার 12 $\frac{1}{2}$ %= কত ?

(ক) 12

(খ) 50

(গ) 25 *

(ঘ) 75

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

200 এর 12 $\frac{1}{2}$ %

= 200× $\frac{25}{2}$ %

= 200 × $\frac{25}{2}$ × $\frac{1}{100}$

= 25

৭৫। 90 কোন সংখ্যাটির 75 %

(ক) 90

(খ) 75

(গ) 165

(ঘ) 120 *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মনেকরি , সংখ্যাটি x

শর্তমতে ,

X এর 75% = 90

- X × $\frac{75}{100}$ = 90
- X × $\frac{3}{4}$ = 90
- 3x = 90 × 4
- X = $\frac{90 \times 4}{3}$

∴ X =120

∴ সংখ্যাটি 120

৭৬। কোন সংখ্যার 40 শতাংশ ও 10 শতাংশের পার্থক্য 3.6 ?

(ক) 8

(খ) 12 *

(গ) 16

(ঘ) 20

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মনেকরি , সংখ্যাটি ক

শর্তমতে , ক এর 40 % - ক এর 10 % = 3.6

- $\frac{40ক}{100} - \frac{10ক}{100}$ = 3.6
- $\frac{40ক - 10ক}{100}$ =3.6
- 30ক = 100 × 3.6
- 30ক = 360
- ক = $\frac{360}{30}$

∴ ক =12

∴ সংখ্যাটি 12

৭৭। 5 % বৃদ্ধিতে X- এর বর্ধিত মান কত ?

(ক) x+ $\frac{5}{100}$

(খ) x $\frac{5}{100}$

(গ) x$(1 + \frac{1}{20})$ *

(ঘ) $\frac{X}{20}$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

5 % বৃদ্ধিতে X এর বর্ধিত মান

= x+x এর 5%

= x+x × $\frac{5}{100}$

= x + x × $\frac{1}{20}$

= x$(1 + \frac{1}{20})$

৭৮। যদি ১৫ টি পোশাকের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ পোশাক শার্ট হয়

,তবে ১৫ টি পোশাকের মধ্যে কতটি শার্ট নয় ?

(ক) ৯ *

(খ) ১২

(গ) ৬

(ঘ) ১০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দেওয়া আছে ,

১৫ টি পোশাকের মধ্যে শার্ট = ৪০ %

∴ শার্ট নয় $=(১০০ - ৪০)$ %

= ৬০ %

∴ শার্ট নয় = ১৫ এর ৬০ %

$= ১৫ \times \frac{৬০}{১০০}$

= ৯ টি

∴ ১৫ টি পোশাকের মধ্যে ৯ টি শার্ট নয় ।

৭৯। রাকিব কাজলকে তার মোট টাকার ৩০ % দিয়ে দেখে যে তার নিকট আরও ৩৫০ টাকা আছে । সে কাজলকে কত টাকা দিল?

(ক) ১০০ টাকা

(খ) ৭৫ টাকা

(গ) ১৫০ টাকা *

(ঘ) ২০০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কাজলকে দেওয়ার পর টাকায় পরিমাণ $=(১০০ - ৩০)$ %

= ৭০ %

৭০ % টাকা = ৩৫০

১ % টাকা $= \frac{৩৫০}{৭০}$

∴ ৩০ % টাকা $= \frac{৩৫০ \times ৩০}{৭০}$

=১৫০ টাকা

∴ রাকিব কাজলকে ১৫০ টাকা দিল ।

৮০। তামিমের মাসিক বেতন ৯ % বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তার মাসিক সঞ্চয় সমান হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫৩ টাকা হলো । তামিমের মাসিক সঞ্চয় আগে কত ছিল ?

(ক) ১৬০০ টাকা

(খ) ১৭০০ টাকা *

(গ) ১৫০০ টাকা

(ঘ) ১৪০০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মাসিক সঞ্চয় ৯ % বৃদ্ধিতে =

$(১০০ + ৯)$ টাকা

= ১০৯ টাকা

বর্তমান সঞ্চয় ১০৯ টাকা হলে পূর্বে ছিল = ১০০ টাকা

বর্তমান সঞ্চয় ১ টাকা হলে পূর্বে ছিল

$= \frac{১০০}{১০৯}$ টাকা

∴বর্তমান সঞ্চয় ১৮৫৩ টাকা হলে

পূর্বে ছিল $= \frac{১০০ \times ১৮৫৩}{১০৯}$ টাকা

= ১৭০০ টাকা

∴ তামিমের মাসিক সঞ্চয় পূর্বে ১৭০০ টাকা ছিল ।